গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

আলকাপ ঃ গঠনগত সৌন্দর্য

আলকাপ

১। আলকাপের সাধারণ পরিচয়
২। আলকাপ ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ
৩। আলকাপ ঃ গবেষকদের ভাবনায়
৪। আলকাপের সাতসতের
৫। আলকাপের বৈশিষ্ট্য
৬। আলকাপ ঃ অভিনেতা, সদস্যসমূহ, বাদ্যযন্ত্র
৭। আলকাপের দর্শক আলকাপের আয়োজক
৮। আলকাপের আসর
৯। আলকাপের একটি পুরনো দল
১০। আলকাপের পরিবর্তনের নানান কারণ
১১। আলকাপ ঃ অতীত ও বর্তমানের দ্বিরালাপ
১২। আলকাপের অঞ্চল
১৩। তথ্যসূত্র

আলকাপের সাধারণ পরিচয়

'আলকাপ' গম্ভীরা, ঝুমুর এবং কবিগানের সবচেয়ে বেশি মদতপুষ্ঠ লোকনাট্যে। এই লোকনাট্যে গম্ভীরার শিব বন্দনা, ঝুমুরের গীতিবৈচিত্র এবং কবিগানের টপ্পা বা বোলকাটা অধিকমাত্রায় পরিবেশিত হয়। বাজার চলতি জনপ্রিয় গানের সঙ্গে আধুনিক হিন্দী, বাংলা সিনেমার নাচ কিম্বা ভোজপুরী নৃত্যের পরিবেশনে আলকাপ লোকনাট্যের আসর জম্‌জমাট।

আলকাপ দলের প্রধানকে সরকার, মালিক, খলিফা বলে ডাকা হয়। অন্যদের অভিনয়ের সময় অংশ গ্রহণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ডাকা হয়। নায়ক, নায়িকা, কাপ্যা, ছোকড়া প্রভৃতি। পূর্বাকালে দলে খলিফার ভূমিকা প্রধান এবং ছোকড়া দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও বর্তমানে নায়িকা এবং নাচিয়াদের

বেশ গুরুত্ব।

পুরনো দিনে ক্লাব বা পূজা কমিটি আলকাপ গানের আসর বসাত। এখন প্রায় সে প্রথা উঠে গেছে। আবার কখনো কখনো এলাকার জমিদার, মোড়ল বা ধ্বনি কোন ব্যক্তি এই আলকাপের আসর বসালেও বর্তমানে আর তেমন হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জুয়াড়ি আলকাপের আসর বসায় জনবসতি থেকে একটু দূরে ফাকা স্থানে। ক্লাব বা পূজা কমিটি অল্পস্বল্প দুএকটি অনুষ্ঠান করালেও তাদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। সরকারি খরচে ও মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠান হলেও দেয় অর্থের পরিমান কম হওয়াতে আলকাপ দল গুলি সরকারি অনুষ্ঠানে আগ্রহ দেখায় না।

গম্ভীরার মত আলকাপেও কয়েকটি পর্ব ভাগ করে অনুষ্ঠানের পরিচালনা করা হয়। যেমন - কনসার্ট, আসরবন্ধনা, খেমটা, ছড়াগান, আলকাপের কাপ, আলকাপের পালা।

পালাগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক দুই-ই হতে পারে। তবে সামাজিকপালাই বেশি রচিত হয়। আর দর্শকদের মধ্যে ১৬ থেকে ৩৬ বছরের যুবকেরাই সবচেয়ে বেশি অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠান রাত্রি ১০ টা থেকে শুরু হয়ে গোটা রাত চলে। জুয়াড়িদের বসানো আলকাপের আসরে ঢুকতে গেলে ২০/৩০/৫০ টাকার টিকিট কেটে আলকাপ গানের অনুষ্ঠানে অনুমতি পাওয়া যায়। গৌড়বঙ্গের বিস্তীর্ন এলাকায় আলকাপের জনপ্রিয়তা গম্ভীরার জনপ্রিয়তাকে টেক্কা দেবার অধিকার রাখে।

আলকাপ ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ

'আলকাপ' — এই শব্দটির উৎপত্তি উদ্‌ভব এবং অর্থ নিয়ে বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির গবেষকদের নানা রকম যুক্তি এবং প্রতিযুক্তি এবার দেখে নেওয়া যাক —

ড. ফণী পাল মনে করেন —

"আলকাপ" — একটি পার্শি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ নতুন মস্করা বা তামাসা। .... আলকাপ দুটি শব্দের সমষ্টি। আল (আধুনিক - মডার্ন) এবং কাপ (মস্করা, ইয়ার্কি, ফার্স) একত্রে। "আলকাপ শব্দের অর্থ আধুনিক মস্করা"।[১]

ড. শক্তিনাথ ঝা-এর বিরোধিতা করে বলেছেন —

"কোনো আরবি/ফার্সি অভিধানে আলকাপ শব্দ নেই। 'আল' আরবি শব্দের শ্রেষ্ঠ বা তুল অর্থের সঙ্গে 'কাপে'র সংযোগ কষ্ট কল্পনা মাত্র।" তিনি 'আল' গীতিমাল অর্থে নির্মলেন্দু ভৌমিকের তথ্য মেনে নিয়েছেন এবং 'কাপ' অর্থে 'ব্যঙ্গ' মনে করেন। অর্থাৎ 'গীতময়ব্যঙ্গ' হিসাবে চিহ্নিত করেন।[২]

ড. অশোক কু মিশ্র মনে করেন —

"বাংলার তাবৎ লোকনাট্যে ... রঙ্গ বঙ্গের মাধ্যমে নিম্নবর্গের নানান বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদকে প্রকাশ করে। অনুরূপ উপাদানে আলকাপ সঠিক।"[৩]

রামকমল ভট্টাচার্য বিদ্যালংকার কাপ - কৌতূককারী ছদ্মবেশ দু অর্থেই বুঝিয়েছেন। কাপটা এবং (সং) কল্প থেকে উদ্ভব হয়েছে কাপ।"[৪]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে —

"কল্প থেকে জাত কাপ শব্দের অর্থ - তামাসা, ছদ্মরূপ, ভান।"।[৫]

প্রচীন আলকাপের বিশিষ্ট গবেষক নলিনীকান্ত সরকার এর লেখা "কাঞ্চনতলার কাপ" — আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত গীতিকবিতা ছাড়া আর কিছু নয়। —

কারও কারও মতে সংস্কৃত কাপট্য থেকে কাপ শব্দের উৎপত্তি।

বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন —

"আল কাপ এই দুটি শব্দ জুড়ে যদি 'আলকাপ' হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ —

'আল' কথার একাধিক অর্থের মধ্যে একটি 'তীক্ষ্ণ' তীব্র, ধারালো। তার জিভের বেশ আল আছে, মানে বেশ ধারালো জিভ, অর্থাৎ হুল বিঁধিয়ে কথা বলতে পারে। কাপ কথার একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হল 'সং'। যেমন 'বুড়ো কাপ' বা 'বুড়ো সং'। ... সং অর্থে — (১) আপনার বাস্তবিক রূপ ঢাকিবার নিমিত্ত ধৃত কৃত্রিম বেশ; হাস্যোদ্দীপক বেশাধারী, ঢঙ।

—

(২) কৌতুক জনক অভিনয়, তামাশা। (৩) রাস্থেলে বিকৃত আকারে বা অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকের কৌতুক জনক হাস্যাদ্দীপনা অভিনেতা। (৪) কৌতুককর হাস্যজনক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিৎ বিষয়ের প্রতিমূর্তি বা চিত্র।"[৬]

সৈয়দ মুস্তা ফা সিরাজের মতে —

'আলকাপ' নামটি এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। আল-প্রাচীন বাংলা শব্দ, এর অর্থ রঙ্গরস। কাপের অর্থও তাই কৌতুক নাটিকা। অতএব আলকাপের অর্থ হল রঙ্গরসাত্মক নাটিকা। [৭]

ড. রমন চক্রবর্তীর মতে —

'এটি বিদ্রুপাত্মক রঙ্গধর্মী নক্শা।'[৮]

মহবুব ইলিয়াস-এর মতে —

'আল - ফুল এবং কাপ - ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ'[৯]

পুলকেন্দু সিং এর মতে —

"আল হল শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও কাপ - কপটতা, ছদ্মবেশ, রসিকতা মিলিয়ে একটি রঙ্গরসের লৌকিক নাট্যরূপ।"[১০]

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের ভিক্ষা যাত্রায় আমরা 'কাপ' শব্দটির ব্যবহার এখন লক্ষ্য করি —

"দূর হৈতে শোনা যায় মহেশের শিঙ্গা।

শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা।।

কেহ বলে ঐ এল শিববুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।

কেহ বলে জটা হৈতে বাহির কর জল।

কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।

কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও

কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।।"[১১]

বলা বাহুল্য শিবের অদ্ভুত সাজসজ্জা ছেলেদের কৌতুকের যোগান দেয় এবং তাঁর ভোজবাজি, নাচগান শিশু মনে অনাবিল মজার খোরাক হয়। ফলে 'কাপ' অর্থে এখানে রঙ্গরসিকতা পূর্ণ কৌতুককারীকে বুঝিয়েছেন তা বলা বাহুল্য।

এছাড়া বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতেও আমরা 'কাচ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করেছি এভাবে —

"সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।

বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া।।

শঙ্খ কাঁচুলি পাট শাড়ি অলঙ্কার।

যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকর।।

গদাধর কচিবেন রুক্মিনীর কাচ।

ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী সখী সুপ্রভাত।

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।

কোতোয়াল হরিদাস জোগাইতে ভার।।

শ্রীনিবাস নারদ-কাচ স্নতক শ্রীরাম।

দিয়রিয়া হাড়ি মুঞি বোলয়ে শ্রীমান।।

ক্ষনেক নারদ কাচ করিয়া শ্রীবাস।

প্রবেশিল সভা মাঝে করিয়া উল্লাস।।"[১২]

এখানে 'কাচ' অর্থে ছদ্মবেশ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় 'কাচ' অর্থাৎ

অভিনয় করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস সেজেছিলেন নারদ, নিত্যানন্দ বড়াই রুক্মিনী এবং রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অজ্ঞান নামা এক কবির রচনায় 'মনির ওঝা মঞ্জুর মাও পালায-য় আমরা আলকাপ' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই এভাবে —

"মাঞ্জুর মা'র মনের আল্‌কাপ্‌ রে
আরে ভালা, হাছেন করত বিয়া।
হাছেনের মনের আলকাপ রে
আরে ভালা, মাঞ্জুর মা'র লাগিয়া।।"[১৩]

এছাড়া আমাদের হাতে 'আলকাপ' সম্পর্কে আরও দুটি নতুন তথ্য আমাদের সামনে এসেছে তা নিচে তুলে ধরা হলো —

আর্বি / পার্শি শব্দ 'লকাব' এর বহু বচনে 'আলকাব'।[১৪]

লকাব = সমাজঘটিত কোনো একটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং আলকাব = সমাজ ঘটিত বহু বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। তাই আমাদের বিশেষভাবে মনে হয়েছে আলকাব > আলকাপ শব্দের উৎপত্তি। যার বিশেষ অর্থ — সমাজে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার একটা প্রক্রিয়ার নাম আলকাপ।

অন্য তথ্যটি হল —

'সং অলক্ষ্য > প্রা-আলক্‌খ > বাং আলখ্‌। যার বিশেষ অর্থ হল দৃষ্টির অগোচর বা নজরে আসেনা এমন। এবং বাংলা 'কাপ' অর্থে ছদ্মবেশ কপট কৌতুককারী।'[১৫]

বৃন্দাবন দাস এবং ভরতচন্দ্রের বক্তব্য তথ্য দুটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলকাপ ঃ গবেষকদের ভাবনায়

'আলকাপ' বাংলা লোকসংস্কৃতি জগতে একটি মিশ্র উপাদান। মূলতঃ গৌড়বঙ্গে-ই এর প্রতিপত্তি প্রসার ও বিস্তার। এই অঞ্চলের প্রধান চারণ ক্ষেত্র। এর পরিবেশন গীতিনাট্যধর্মী হলেও 'আলকাপ গান' নামেই এর বিশেষ পরিচিতি। আলকাপ নিয়ে লোকসংস্কৃতি গবেষক ও চর্চাকারীদের মধ্যে নানা ধরনের মতপার্থক্য থাকলেও গৌড়বঙ্গের জন সমাজে এর একটি বিশেষ জনপ্রিয়তা ও প্রভাব কিন্তু রয়েছে। ফলে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের কাছে আলকাপ একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত এবং বহু গবেষকদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। তাই তাদের মতামত ও বিভিন্ন বিন্দু থেকে বিশ্লেষিত হওয়ায় মতামতের ঐক্য এবং পার্থক্যও ঘটেছে সাধারণ নিয়ম মাফিক। — ড. ফণী পাল তার আলকাপ গ্রন্থে বলেছেন — আলকাপ সম্পর্কে —

"পশ্চিম বাঙ্গালার গাঙ্গেয় অববাহিকার জনপ্রিয় সংগীত ধারা নাম 'আলকাপ'। গম্ভীরা ঘরাণার সংগীত হয়েও আলকাপ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জনপ্রিয়তায় গম্ভীরার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী।"[১৬]

আবার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে অধ্যাপক বিনয় ঘোষ আলকাপ সম্পর্কে বলেন —

"আলকাপ' মুর্শিদাবাদের অন্যতম লৌকিক অনুষ্ঠানশিল্প। (পারফর্মিং আর্ট)।[১৭]

লোকসংস্কৃতি গবেষক পুলকেন্দু সিংহ এক প্রবন্ধে আলকাপ সম্পর্কে বলেন —

"গম্ভীরা গানের গণ্ডীকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র ধারায় ধর্ম্ম নিরপেক্ষ অথচ ব্যঙ্গ রসাত্মক গানের ধারায় আলকাপ গানের সৃষ্টি হয়েছে।"[১৮]

আকিল আহমেদ আলকাপ সম্পর্কে বলেন —

"আলকাপ মিশ্র আঙ্গিকের গান। এতে বাদ্য, গান, নাচ, অভিনয়, আলকাপ ও কৌতুকের সংমিশ্রণ আছে।"[১৯]

"গবেষক দিলীপ ঘোষ এবং গম্ভীরা এবং আলকাপ-কে একই উৎসজাত বিচেতনা করেছেন।"[২০]

ড. শক্তিনাথ ঝার মতে —

"লোকনাট্য আলকাপ গৌড়বঙ্গের জনসমাজের এক মূল্যবান শিল্প সম্পদ। শতবঙ্গ গ্রাম সমাজের রঙ্গ-ব্যঙ্গ সমালোচনার পরে এক ইতিবাচক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করে আলকাপ। ধর্ম-পাশমুক্ত এ লোকনাট্য জাতপাত-সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মিলন কেন্দ্র।"[২১]

অতসী নন্দ গোস্বামীর মতে —

'আলকাপ' এই লোকনাটকটি মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার লোকশিল্প।"[২২]

মণি বর্ধনের মতে —

"আলকাপ পালাগানও গম্ভীরার অনুকরনেই হয়ে থাকে। ভাষা ও প্রয়োগ কৌশল অপেক্ষাকৃত স্থূল ধরনের ..."[২৩]

খলিফা ওস্তাদ মহবুব ইলিয়াস এর মতে —

"আলকাপ মূলত লোকনাট্য। হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে সংলাপ ও গানের সংমিশ্রণে সামাজিক দোষ-ত্রুটিগুলোকে হুবহু তীক্ষ্ণ করে সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াকে 'আলকাপ' বলে। আল্ অর্থে ফুল এবং 'কাপ' অর্থে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ।"[২৪]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেন —

"আলকাপের অবিভাজ্য অঙ্গ দর্শক। ... আলকাপ হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চ। এই নাটকের ভূমিকা সামাজিক প্রতিবাদের। নিম্নবর্গীয় গ্রামীণ জনসমাজ থেকেই আলকাপের উদ্ভব এবং বিকাশ।[২৫]

ড. সনৎ কুমার নস্কর বলেন —

"পশ্চিমবাংলার গাঙ্গেয় অববাহিকার জনপ্রিয় সঙ্গীত ধর্মী লোকনাট্য হল আলকাপ। ... মালদহের শিবগীতি গম্ভীরা থেকে আলকাপের সৃষ্টি ...।"[২৬]

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ - এর সচিব শ্রী মতিলাল কিস্কু বলেন —

"রঙ্গব্যাঙ্গের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ঘটনাকে উপস্থাপিত করেন আলকাপের কুশীলবেরা। এই লোকনাট্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নয়, তেমনি নিম্নবর্গরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শিল্পী হিসাবে এতে অংশগ্রহণ করেন।"[২৭]

আলকাপের সাতসতের

অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতো আলকাপ গানের ও বিশেষ কয়েকটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত দলকে পরিচালনা করেন সরকার বা খলিফা। ইনিই দলের প্রধান। 'খুব সম্মানের উপাধি এটা'[২৭] আলকাপ ওয়ালাদের কাছে। একজন সরকার বা খলিফাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটা দল। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার নিজস্ব দক্ষতার জোরে উৎসাহী হয়ে দল গঠন করেন এবং দলের নেতৃত্বে দেন। এমনকি দলগঠনের প্রায় সমস্ত খরচই তার নিজের বহন করতে হয়। বলে রাখা ভালো যে, দল প্রধানকে হিন্দুরা সরকার বলে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা খলিফা বলে। এই সরকার বা খলিফার উপরই একটা দলের সাফল্য নির্ভর করত। দলের সাফল্যের পিছনে 'ছোকরা'-র ও বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 'আলকাপ' পরিবেশিত হত মূলত কয়েকটি পর্যায়ে। পর্যাগুলি হল — 'বন্দনা, আসর বন্দনা, ছোকরাদের নাচ-গান, এবং ছড়া।'[২৮]

কিন্তু ইদানিং আলকাপের কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হওয়ার জন্য আঙ্গিকগত কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। ফলে ছড়ার পরিবর্তে এসেছে যাত্রার ঢঙে সামাজিক রাজনৈতিক পালা।

বন্দনা গানে মূলত দেব দেবীর স্তুতিমূলক গানই পরিবেশিত হয়। মূলত শিববন্দনা এছাড়া সরস্বতীর বন্দনা ছাড়াও স্থানীয় দেবদেবী ও শিবের বন্দনা গাওয়া হয়ে থাকে। আলকাপের আসর সাধারণত রাতের খাওয়ার পরেই শুরু হয়। মুটামুটি রাত্রি সাড়ে ৯ টা ১০ টা।

তবে আসর জমাতে সাধারণত সর্বপ্রথম সমবেত যন্ত্র সংগীত আরম্ভ হয়। পনের থেকে ২০ মিনিট চলে এই সমবেত যন্ত্র সঙ্গীত। যন্ত্র সঙ্গীতের আওয়াজেই এলাকার আলকাপপ্রিয় মানুষেরা বুঝতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যেই গান হতে চলেছে। তখন থেকেই আসরে লোক জমতে শুরু করে। ড. ফণী পাল এই সময়ের বর্ণনা করেছেন খুব সুন্দর ভাবে —

"... তবলায় ঠুকঠাক আওয়াজ করে হারমোনিয়ামের সঙ্গে তাল মেলায়। সবশেষে আসরে

আসে ছোকরা। ছোকরা আসরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকরা হৈ হুল্লোড় করে ওঠে, কারণ তারা জানে ছোকরা আসরে বলেই গান আর হবে।"[২৯]

মহঃ নরুল ইসলাম আলকাপের আঙ্গিককে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি ভাগগুলিকে এভাবে দেখিয়েছেন —

"(১) আসর বন্দনা (২) ছোকরাদের খেমট নাচ ও বৈঠকী গান (৩) ছড়াগান (৪) কাপ এবং (৫) পালাভিনয়।"[৩০]

(যন্ত্রসঙ্গীত / আসরবন্দনা / বৈঠকী / দেবস্তুতিবন্দনা / ফার্স / ছড়া / পালা)

তবে আমরা ক্ষেত্র গবেষণায় লক্ষ্য করেছি এবার আমরা আলকাপের আঙ্গিকের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করবো —

আসরবন্দনা

সাধারণত যন্ত্রসঙ্গীত হয়ে যাবার পর দলের সকল গায়ক, নাচিয়ে ও অভিনেতারা আসরে ঢোকেন। দুই বা তিনটি লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে ফিরে ফিরে জয়ধ্বনি এবং আসর বন্দনা করেন—

১) "জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়।
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়।
জয় জয় ওস্তাদ বোনাকানা কী জয়।
জয় জয় ওস্তাদ ঝাকসু কী জয়।"[৩১]

২) "জয় জয় মা সরস্বতী কী জয়।
জয় জয় ভোলা মহেশ্বর কী জয়।।
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কী জয়।
জয় জয় ওস্তাদ কী জয়।।"[৩২]

বলা বাহুল্য খলিফা তাঁর নিজের ওস্তাদের নাম জুড়ে দেন শূন্য স্থানটিতে।

জয় ধ্বনি হয়ে গেলে শুরু হয় আসর বন্দনা। তখন শিল্পীরা হাতজোড় করে প্রতিটি কলির শেষে অপরদিকের দর্শকদের দিকে মুখ ফেরান। এভাবেই গাইতে গাইতে যন্ত্রবাদকদের দিকে এসে আসর বন্দনা শেষ হয়।

প্রচলিত কয়েকটি আসরবন্দনা উল্লেখ করা হলো —

১) মাগো বাক্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদায়িনী
নমামী জননী বীনাপানি
নাই কোনো বুদ্ধিবল দেহ দেহ কণ্ঠ-বল
ভরসা কেবল রাঙা চরণ দু'খানা।
মোরা মূঢ়মতি ওমা সরস্বতী
করো গতি মাগো সম্প্রতি
শ্রীপদ ভরসা করে নমি মা এ আসরে
বীনা করে এসে দাঁড়াও গো বানী।।[৩৩]

২। ওমা ভবেশ্বরী তুমি মা ঈশ্বরী
দিয়ে চরণ তরী, ভবে কর পার।
পড়িয়ে ফাপড়ে ডাকি মা তোমারে
এ ভবসাগরে নাই পারাপার।।
যান্ত্রিক হয়ে মাগো তুমি যন্ত্র বাজাও
কণ্ঠে বসে মাগো সুবোল বলাও।
তুমি আদ্যশক্তি তুমি ভগবতী
থাকে যেন মতি চরণে তোমার।।[৩৪]

৩। "জগৎজননী মাগে তারা
জগৎকে তরালি আমারে কাঁদালি

আমি কি মা তোর চরণ ছাড়া
জগৎজননী মাগো তারা।
দিবা অবসান রজীনকালে
দিয়েছি সাঁতার শিবদুর্গা বলে।
মাগো জীর্ণ তরী, তুমি হও কাণ্ডারী
ডুবলো ডুবলো তরী ভবেরই তাড়া
মাগো জগৎ জননী তারা।
কোথায় মা তুই একর্ম শিখিলি
দ্বিজ রামপ্রসাদে দিয়ে সাড়া
মা হয়ে পাঠালি মাসিদের পাড়া
কোথায় গিয়েছিলি, একর্ম শিখিলি
মা হয়ে সন্তান হারা
জগৎ জননী মাগো তারা।"[৩৫]

এছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষায় উমেশ মণ্ডল, গ্রাম সাতরসিয়ার হবিবপুর, মালদা বয়স ১০৭ এর কাছে আর একটি আসরবন্দনা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তিনি এসময় বাপ-জেঠা পরিচালিত আলকাপের দলে শিশুশিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করত। নিচে আসরবন্দনাটি উল্লেখ করা হল —

"বলি ওহে পশুপতি করি তোমায় মোর মিনতী
দিবেন চরণ দুখানি ভরাবেন আপনি
বলি ওহে পশুপতি করি তোমায় মোর মিনতি
দয়া করে এই আসরে ভরাবেন আপনি।
যাও হে আতপ কলা ঘাড়ে দেখেছি মেলা
গলায় দেখি হোড়ের মালা, কারের বোঝা শিরে
ভোলা এসায়ে দ্যাশে পুজা খাওয়ার ও আশে

... ছ্যাড়া দেবে এ্যাঁড়ার ওপর চড়ে।"[৩৬]

ভাগ্যবতী অপেরার দীলিপ দে নতুন আঙ্গিকে আসরবন্দনার সময় তিনি নিজে দুর্গাস্তুতি (মহালয়া) গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। দর্শকদের কাছে খুবই এটা আকর্ষণীয়।

খেমটা ও বৈঠকী

আসরবন্দনা শেষ হলে শুরু হয় নানা ধরনের নাচ ও গানের আসর। এই পর্বে নানা ধরনের ভোজপুরী খেমটা নাচ সহ হিন্দীগানের চটুল অঙ্গ-ভঙ্গির অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝুমুর সহ নানা ধরনের যৌনতার সংমিশ্রনে রচিত গান ও নাচ এই পর্বের আকর্ষণীয় বিষয়। 'ভাগ্যবতী অপেরার' কর্ণধার দিলীপ দে এই পর্যায়টিকে তার ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে আমাদের জানান। যেমন বাজার চলতি জনপ্রিয় হিন্দী-বাংলা গানে ছায়াছবির অনুকরণে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বিশেষত চটুল গানে ভোজপুরী নৃত্য। এক কথায় বলা ভালো — চটুল গানে চটুল নৃত্য। যেখানে যৌবনের চাহিদা এবং শরীর সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দুটি খ্যামটা গানের নিদর্শন

১। "ধান বাহান বো ওরে মিন্‌স্যা
নাই খো টিকির আগসালি
মোহনাটা লড়বড় করছে
শুন্‌তে গেছিলি
নাই খো ... আগসালি
ধান .... আগসালি।
দরের ভিতর পুয়া দুটা
আদ্‌খানি পইচ্যা
সাম্‌হিটা মইচ্যা পাইড্যা

গেছেরে খইস্যা
লাইয্যাদান্মি ভাইংগ্যা গেছে
লিয়া আন্ আগালি
নাই খো ... আগসালি
ধান .... আগসালি
গড়ের ভিতর এন্দুর ঢুইঁক্যা
ড্যাইক্য দিলে পাহা
আলো ধান বাহানবো অঘন
ক্যামন ক্যইর‍্য কহা
নাহার দিলে গড়ের গাল কাটিবে
শুনতে কি পালি
নাই খো ... আগসালি
ধান .... আগসালি”[৩৭]

২। “সাবেরও বধূয়া, লিল্যা মন্ চান্দুয়া
লাল আস্মানের তলে
লাল ঠোঁট কিনিয়্যা দিল্যা
ছাপা, সৈন্জ্যমুনির ফুলে
সাধের ... তলে।
তোলার ব্যাসোর লাখে পরিমু
লোতুন ঠেঁটি সানমে পিছিনু
সুন্দরী কলসি কাঁখে লিয়্যা
গেনু, লীল-যমুনার পূলে
সাধের ... তলে।

মন যমুনায় উথাল পাতাল
মন যমুনায় ঢেউ
চান্নি নিশি বাজায় বাঁশি
তুমি বিনা মা কেউ
সোনা- ফুল চিল্‌মিল্‌ চিল্‌মিল
বাঁশের জোগায় মুলে
সাধের ... তলে।
সাধের বধূয়া, লাল্যা মন্‌ চান্দুয়া
লাল্‌ আস্‌মানের তলে
লীল ঠেঁটি কিনিয়্যা দিল্য।
ছাপা সৈনজ্যা মুনির কুলে
সাধের ... তলে।"[৩৮]

ছড়াগান

খেমটা বৈঠকী কিম্বা প্রচলিত যৌনরসের গান ও নাচের পরে পরেই শুরু হয় ছড়াগান। সাধারণত খলিফা বা সরকার তার তাৎক্ষণিক প্রতিভা বলে বেশ কিছুক্ষণ এই ছড়াগান গেয়ে থাকেন। কোনো কোনো সময় দলের সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী ও এই ছড়াগান করে থাকেন। দোহারকারী মূল গায়ককে বিশ্রাম দেবার জন্য ধূয়া পরধূয়া গেয়ে থাকেন। তবে ধূয়া গানের প্রচলন বর্তমানে আর তেমন দেখা যায় না। তবে ছড়াগানগুলি সাধারণত "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশাত্মবোধ, অত্যাধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে মানুষকে সাবধান করে প্রভৃতি নানা বিষয়ে গাওয়া হয়।"[৩৯]

ড. ফণী পাল এ সম্পর্কে বলেন —

"বৈঠকী গানের কোন জাত নেই অর্থাৎ এগান যে কোনো ভাষায় যে কোনো বিষয়বস্তু

নিয়ে রচিত হতে পারে। তবে প্রেম মূলক গানের প্রাধান্যই সর্বাধিক। ... কিংবা যে কোনো গানকেই .... আলকাপের সুরে ফেলে গাওয়া যেতে পারে।"[৪০]

নিচে দুটি বৈঠকী গানের উল্লেখ করা হলো —

১) "স্বামী মরুক মরুক চাকরী থেকে বাদ পড়ুক
নতুন যৌবনের স্বামী এলোনারে;
স্বামী মরুক মরুক।
বুকেনতে কমল কলি বিছানায় মলিদলি
বালিশের সঙ্গে পীড়িতি চলে না রে।
স্বামী মরুক মরুক।
বাড়িতে চাকর একটা যে ব্যাটার বুদ্ধি মোটা
মাসী ছাড়া কিছুই বলে না রে।
স্বামী মরুক মরুক।।"

২। কীতি গায়িরে মোরে বারে উমোরিয়া
যাবে মোরা ব্যয়েস ভেলা বার বরষা কাজী
করো বরষকা।
তারা মোরা ম্যান ক্যাব্যা শাড়ী পিন্‌হেণ্যেকা।
রীতি গায়িরে মোরে কাবে উমারিয়া।।
যাবে মোরা ব্যয়েস ভেলা ষোল বরষা কাজী
ষোল বরষা কা।
তারা মোরা ন্যন ক্যর‍্যা পিয়া সঙ্গা বল্‌বেক।
রীতিগায়িরে মোরে বারে উমারিয়া।।[৪১]

৩। "শেখের ডাকে সাড়া দিয়া
মুক্তিযুদ্ধে গেনু
যুদ্ধ চলাকালীন বাড়ির

খবরটা পাইনু।
আবেদাকে রাজা কারে
ধর্ষণ পরে হত্যাকরে
এটা পৈশাচিক ঘটনা
বল্‌তে চোখে আসে বন্যা।
ছোটভাই ফারুককে ধরিয়া
বাড়ি, ব্যবসা লুট করিলো
আগুন জ্বালাইয়া দিলো
নয়মাস যুদ্ধ শেষ করিয়া
বাড়ি আসিনু ফিরিয়া।
দুই সাল পথে পথে ঘুরি
কিছু করতে নাহি পারি
নক্‌শি কাথা বানায় যারা
সেথায় করি চলা ফেরা।
কতো কাঁথা বেইচ্যা আইনু
কতো টাকা তোমায় দিনু
তোমার কাঁথায় বেশি দাম নাই
তোমার নকসি সুন্দর হয়।”[৪২]

পরিশিষ্ট অংশে নিজস্ব সংগ্রহ সহ আরও তুলে ধরা হবে।

আলকাপের কাপ

বর্তমানের আলকাপে কাপের পরিমান খুবই কম। একথা আমাদের জানান মালদা জেলার বৈষ্ণব নগরের অশিতিপর বৃদ্ধ শাজাহান শেখ। তিনি খেদের সঙ্গে বলেন "আলকাপে আর কাপ লাই গো।"[৪৩]

বলা বাহুল্য সাতের দশকের গোড়াতেও যথেষ্ট কাপের প্রচলন ছিল। কিন্তু আলকাপ যাত্রার আসরে অবতীর্ণ হওয়ায় তার সে কাপ হারিয়েছে। পাঁচ মিশেলী ভড়ং তৈরী হয়েছে আলকাপ পঞ্চরস।

তাই নরুল ইসলাম বলেন — "বর্তমানে কাপের দৈর্ঘ ছোট করে পালার দিকেই দলের পালিকারা বেশি করে নজর দেন।"[৪৪]

এই অংশ মূলত বাচনভঙ্গি, সংকোচ, চাহ্নি, অভিনয়, হাটা চলার অভিনয় এমন হওয়া দরকার যে দর্শকরা দেখামাত্রই হাসিতে ফেটে পড়ে। নচেৎ আলকাপের কাপের রসগ্রহণ বিফল হয় এবং দলের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। দর্শকরা দলের কাছে এটাই কামনা করে। মূলত লঘুরসের পরিবেশনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই অংশে।

পরিশিষ্ট অংশে কাপ জুড়ে দেওয়া হবে।

আলকাপের পালা

আলকাপের কাপ শেষ হলে শুরু হয় মূল পালা অভিনয়। সিনেমা এবং যাত্রাদলের প্রভামুক্ত না হতে পারায় বর্তমানে পালার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। পালাগুলি সাধারণত পৌরানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রচলিত রূপকথা, আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো ঘটনা এমনকী জনপ্রিয় কোনো সিনেমাকে যাত্রার মাধ্যমে পরিবেশিত করে বলে এই লোকনাট্যের দলগুলি। নিচে কয়েকটি যাত্রাপালার নাম দেওয়া হল — দেবতার বিচার, নক্শি কাঁথা, সাঠিরা, শাশ, বিচার, যৌতুকের বলি, সতীনারী, শাশুড়ি জামাতা, হাবলের বিয়ে, সিনেমা কাপ, ননদপূজা, রাসীতারনাচ, রাজাহরিশ্চন্দ্র, প্রভৃতি।'[৪৫]

আলকাপের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য গবেষক ও নিজস্ব গবেষণারক ভিত্তিতে আলকাপের বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করেছি। আলকাপের বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। নিচে তাঁর উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো—

১। আলকাপ গানে গম্ভীরার মতো কাপ বা পালার কোন লিখিতরূপ থাকে না। কাপ বা পালার মূল ঘটনা ও কাহিনী দলের ওস্তাদ বা মাস্টার অভিনেতাদের মুখে মুখে বলে দেন। তারা সেই ঘটনা ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপ নিজেরাই তৈরি করেন। ফলে পালা বা কাপগুলি বিবর্তিত হতে থাকে।

২। আলকাপ দলে একমাত্র ছোক্‌রা বা নাচিয়েদের (নারীচরিত্রে অভিনয়কারী পরুষ শিল্পী) এছাড়া অন্য কোন শিল্পীদের পোশাকের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। যেমন — একজন অভিনেতা একটা ময়লা ধুতি, পুরানো, আধ-পুরানো একটা জামা, অসংখ্য পট্টি লাগানো চটি পরে এসে বললেন আমি অমুক গ্রামের মোড়ল বা অমুক রাজ্যের রাজা। আমরা তার চরিত্রপরিচয় সাজ পোশাকে পেলাম না, পেলাম নিজস্ব সংলাপে।

৩। আলকাপে অন্যান্য লোনাট্যের মতোই সুক্ষ্মতার পরিবর্তে স্থূলতাই বেশি করে প্রকটিত হয়।

৪। অন্যান্য লোকনাট্যের কোনও বাঁধামঞ্চে আলকাপগান আসরস্থ হয় না। লোকালয় থেকে অদূরবর্তী বা দূরবর্তী মাঠে বা বাগানে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করেই আলকাপের আসর তেরি হয়ে যায়। কেবলমাত্র আসরের অংশটুকুতে চাঁদুয়া বা খড়ের ছাউনি থাকে মাত্র।

৫। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাজঘর থেকে আসরে যাতায়াতের কোনও পথ থাকে না। অভিনেতারা বাদ্যবাদকদের জায়গা থেকে উঠে অভিনয় করেন এবং শেষ হলে আবার সেখানেই বসে পড়েন।

৬। আসরের চারদিক থাকে দর্শকবেষ্টিত। ফলে অভিনেতাদেরও ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হয়।

৭। কখনো কখনো দর্শকরা অভিনেতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

৮। গান শুরু হয় রাত দশটারও পরে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের পরও গান চলতে থাকে।

৯। অন্যান্য বহু লোকনাট্যের মতো আলকাপ লোকনাট্যের সংলাপও আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য পাওয়া যায়।

১০। আলকাপ আসলে একটা মিশ্র ধরনের লোকনাট্য। আলকাপ গান কোথাও উৎসব বা পূজা উপলক্ষে হয় না। বছরের যে কোনো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোথাও কোথাও আলকাপ গান মাসাধিককাল ধরেও চলে। এক এক দল বেশ কয়েকদিন ধরে একই জায়গা গান করে থাকেন।

১১। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলকাপ গানের আয়োজন করে থাকেন জুয়াড়িরা। তারা জুয়ার আসর বসিয়ে টাকা সংগ্রহ করে শিল্পীদের দিয়ে থাকেন।

তবে আলকাপগান বা আলকাপ লোকনাট্যকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে আরও বেশ কয়েকটি পারস্পরিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আমাদের উচিৎ। নিচে সেগুলি স্বল্প পরিসরে আলোচিত হলো—

আলকাপের অভিনেতা ঃ সদস্যসমূহ ও বাদ্যযন্ত্র

দলের প্রধান সরকার / খালিফা / ওস্তাদ, এদের এই নামেই বিশেষিত করা হয়। সাতের দশকের আগে একটি দলে ১০/১২ জন থাকলেও বর্তমানে তা ২৫/৩০ জনের কম নয়। প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করে কম বেশি। গায়ক অভিনেতা বাদ্যকরদের কতগুলি নির্দিষ্ট নামও আছে। যেমন — যে হারমোনিয়াম বাজায় — সে হারমোনিয়াম মাস্টার, যে ডুগি তবলা বাজায় সে তবলচি, ক্যাসিও বাজালে ক্যাসিও মাস্টার, ড্রাম বাজালে ড্রাম মাস্টার, বাঁশি বাজায় যে বাঁশিয়াল, আলোকসজ্জা দেখা শোনা করে যে লাইটম্যান, মাইক দেখা শোনা করে যে — মাইকম্যান। এছাড়া "ট্যাক, ক্ল্যারিওনেটে, বাঁশীজুড়ি, ঝমঝামি, সিনথেসাইজার, সাইডড্রাম, বিউগল, হারমোনিয়ামাদির বাদ্যযন্ত্র না হলে আলকাপ জমে না।"[৪৬]

মূলত এই বাদ্যযন্ত্রগুলি পঞ্চরসের প্রয়োজনে বাজানো হয়।

এছাড়া অভিনেতাদের মধ্যে নায়ক নায়িকা, ছোকরা, ড্যান্সার, গায়ক, ভিলেন, জোকার, সাইড নায়ক প্রভৃতি চরিত্র অবশ্যই থাকে। আনুসঙ্গিক অন্যান্য চরিত্র পালা অনুযায়ী সাজানো হয়।

তবে আলকাপ দলে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কারও কারও নির্দিষ্ট নাম ও চরিত্র আছে। যেমন দলের প্রধান পরিচালককে বলে সরকার / খলিফা / ওস্তাদ। দলে এই খলিফার প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি। তিনি শুধু দল পরিচালনই নয় ভাল গায়ক, ভাল অভিনেতা,

ভালো বাজনদার এককথায় বহুগুনের প্রতিভাধারী। দল এবং শ্রোতাদের কাছে এই পদটা যথেষ্ট সম্মানীয়। মূলত তিনিই সকলকে হাতে ধরে অভিনয় শিক্ষা দেন। ভুল করলে বকাও দেন। যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতি, সুচতুর এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানের অধিকারী। আসরে বসেই তাৎক্ষণিক গান বা ছড়া বাধার দক্ষতা তাঁদের আছে। গোটা দলের ভালো মন্দের ভার তার উপরই। মূলত এই খলিফার উদ্যোগে, আয়োজন, শখ, ইচ্ছা এবং খরচে যে কোনো আলকাপ দল গঠিত হয়। অনেক খলিফাকেই এই দলগঠন ও পরিচালন করতে গিয়ে নিঃস্ব হতে দেখা গেছে।

কয়েকজন বিখ্যাত আলকাপ খলিফার নাম নিচে দেওয়া হল —

বোনাকানা, তারিনী সরকার, বন্যস্বর সরকার, মহবুব ইলিয়াস, ঝাকসু, বসন্ত সরকার, পেলহান খলিফা, গোপাল দাস, সুধীর দাস, আবুরেজ্জাক, কাসেম মিঞা, মাহাতাব আলি, আরমান খলিফা, বনু সরকার, বোকা খলিফা, নবীন ঘোষ, বসু খলিফা, আলাউদ্দিন খলিফা, ছবিলাল খলিফা, হাদি খলিফা, মোহিলাল খলিফা, সার্ফাদ্দি খলিফা, কলিমুদ্দিন খলিফা, দুঃখু খলিফা, সোহরাব খলিফা, সুজার্দি খলিফা, এশাহাক খলিফা, বিহারী খলিফা। দিলীপ দে। প্রভৃতি — ইলিয়াস খলিফা।

আলকাপ দলে সরকার বা খলিফার পরের সম্মানজনক স্থান ছোকরার। ছোকরা হল মূলত নারী বেশি পুরুষ। মূলত খেমটা নাচ নাচেন এই ছোকরারা। এছাড়া পালা চলাকালীন সময়ে অসময়ে তিনি আসরে এসে তার নারীবেশী ছদ্মরূপ নিয়ে নাচে অংশগ্রহণ করে দর্শক মনরঞ্জন করান। এছাড়া কোনো চরিত্রের ঘাটতি থাকলে কখনো কখনো সেই চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পালার কাজ সমাপ্ত করেন। তবে ইদানিং দলে ছোকরার ব্যবহার কমে গেছে। অধিকাংশ দলই নারীবেশী পুরুষের বদলে এখন সরাসরি মেয়েদের ঢুকিয়ে দিয়ে দলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে উদ্যোগী। ফলে প্রতিটি দলে ছোকরার সংখ্যা কমছে দিনদিন।

এছাড়া অভিনেতাদের মধ্যে নায়ক, নায়িকা, ভিলেন, মা-বাবা, মূল গায়ক, নাচিয়ে প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সমান গুরুত্ব পূর্ণ। দলে ছোকরার পরের সম্মানীয় স্থান 'কাইপ্যার'। তিনি মূলত তার অভিনয় কুশলতায় এবং দৈহিক এবং বাচিক ভঙ্গিমার অপরূপ মিশ্রণে সমস্ত দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন। তার কথার কাপট্য সকলকে মুগ্ধ করে ফলে দর্শকাসন তার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আসরে বসে থাকেন। এছাড়া পালা চলা কালীন অঘোষিত এবং অসামঞ্জস্য ভাগে তার অভিনয় সুষমা পরিদর্শন করালেও দর্শকরা কখনো ক্ষিপ্ত হন বরং কিছুক্ষণের জন্য হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে আবার

আসর পরিত্যাগ করেন।

অভিনেতাদের চরিত্রানুযায়ী সাজ পোশাক ভাষা ব্যবহার বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। হালকা মেকাপ, দামী শাড়ী, পরচুলা প্রভৃতি বিষয়েই আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট স্পষ্ট।

আলকাপের দর্শক / আয়োজক

প্রথমদিকে আলকাপের আয়োজকরা ছিলেন প্রধানত গ্রামের মোড়ল, জমিদার বা অর্থবান কোন ব্যক্তি। মূলত তাঁর উদ্যোগে ও খরচে এই গানের আসর বসত। কখনো কখনো পাড়ার সবাই মিলে চাঁদা তুলে এই গানের আসর বসত। কিন্তু বর্তমানে আয়োজকদের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের মোড়ল বা জমিদারের জায়গা দখল করেছে জুয়াড়ির দল। তাদের জুয়ার আসর বসাতে আলকাপ দলের সমস্ত খরচ তারাই বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন ক্লাব মুনাফা লাভের আশায় কিংবা ঐতিহ্য ধরে রাখতে এখন আলকাপের আসর বসান নির্দিষ্ট দিন ও তিথিতে। তবে এখনও অনেক স্থান আছে যেখানে এখনো জুয়াড়িদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এছাড়াও এখনও কোথাও কোথাও গ্রামের মানুষের উদ্যোগেই আলকাপ আসর বসে থাকে। আবার কখনও জুয়াড়িরা নিজে থেকেই তাবু খাটিয়ে ঘেরা দিয়ে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে আলকাপ গান পরিবেশন করে থাকে। তবে তা আলকাপ নয়, আলকাপের পরিবর্তীত রূপ 'আলকাপ পঞ্চরস' বলেই খ্যাতিলাভ করেছে বর্তমানে।

দর্শক বলতে আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষেরই ভিড় লক্ষিত হয়। তবে ষোল থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকদেরই বেশি ভিড় হয়। মঞ্চের চারপাশেই দর্শক পরিবেষ্টিত হলেও মহিলাদের বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকে। বাঁশ বা দাঁড় টেনে প্রভেদ তৈরী করা হয়। তাদের বসার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও মুটামুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খড় বিছিয়ে কিংবা ত্রিপল বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। কেউ কেউ গান শুনতে শুনতেই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। আলকাপ সরকার দিলীপ দের মতে।

আলকাপ আসর

আলকাপের আসর সাধারণত খোলা জায়গায় হয়ে থাকে। কয়েক দশক আগেও হাসাক, লণ্ঠন, বা মশালের আলোতে খোলা আকাশের নিচে কেবলমাত্র আসরের উপর সামিয়ানা খাটিয়ে আলকাপের আসর বসত। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোয়ায় নাগরিক বৈশিষ্ট্য ও গ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় লেগেছে, ফলে বৈদ্যুতিক আলোর সহযোগে গোটা মাঠে সামিয়ানার কিংবা চটের মোড়কে গোটা গানের আসরকে মুড়ে দেওয়া হয়। ফলে বাইরে থেকে আর সাধারণ দর্শকেরা গান শুনতে পেলেও অন্যান্য আনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পান না। আসর সাধারণত দর্শকদের মাঝখানে থাকে। পূর্বে আলাদা গ্রীনরুমের ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমানে নির্দিষ্ট গ্রীনরুমের ব্যবস্থা থাকে। প্রায় সবক্ষেত্রেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় মঞ্চে আলোকসজ্জার ব্যবহার ও বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত। আলকাপের আসর কোথাও কোথাও এক-দু রাত্রি আবার কোথাও মাসাধিককাল চলতে থাকে। ক্লাব কিংবা জুয়াড়ীরা সাধারণত আলকাপের আসর বসিয়ে থাকে বর্তমানকালে। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যেমন এই আলকাপের আসর বসতে পারে তেমনি কেবলমাত্র লিফথলেট বিলি এবং মাইকে প্রচারের মাধ্যমেও আলকাপের আসর বসে। তবে গম্ভীরার মতো আলকাপের নির্দিষ্ট কোন তিথী নক্ষত্র নেই, যে কোনো সময়েই এই আসর বসতে পারে। কখনও কখনও নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই আলকাপ আসর বসতেও পারে।

বেশ কয়েক দশক পূর্বে আলকাপ আসরে দু দলের লড়াই হত। সাধাণত একদল 'চাপান' দিয়ে যাওয়ার পর অন্যদল 'উতর' দিয়ে লড়াই এর জবাব দিত। এভাবে গানের মাধ্যমে চাপ-উতর এর মাধ্যমে দুদলের লড়াই হত।

আলকাপের আসরে যেমন বেশির ভাগ অভিনেতা-নেত্রীর বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষ। যেমন — চাই, পালিয়া, মুসলমান, তেমনি দর্শকরাও এরকমই নিম্নবর্গের মানুষ। তবে উচ্চ বর্ণের মানুষেরা গ্রহণ খুবই কম।

আলকাপের বাদ্যযন্ত্র

পূর্বকালে আলকাপে বাদ্যযন্ত্রের তেমন কোনো বাহুল্য ছিল না। কেবলমাত্র একটি হারমোনিয়াম, একসেট ডুগিতবলা, এক বা দুজন জুড়িদার, একজন বেহালা বাদক। একজন ঝুমুর বাদক, — এই ছিল সব মিলিয়ে একটি দলের বাদ্যযন্ত্র।

আলকাপের একটি পূরাতন দল

ক্ষেত্রগবেষণায় আমরা মালদার ঋষিপুরের ১০৭ বছরের উমেশ মণ্ডলের[৪৭] কাছে তাঁদের নিজের বাড়ি একটি পূর্ণাঙ্গ দলের বর্ণনা দেওয়া হলো। তিনি সে দলের শিশু শিল্পী হিসাবে গানও গেয়েছেন।

মালিক / সরকার / খলিফা	বন্যস্বর সরকার
১) গান মাস্টার	রমনিকান্ত সরকার
২) বেহালাবাদক	ডব্বু মণ্ডল
৩) জুড়িদার	বসন্ত মণ্ডল
৪) তবলচি	বিপিন মণ্ডল
৫) ঝুমুর	রঘু মণ্ডল
৬) ছোকরা	বীর সিং মণ্ডল
৭) হারমোনিয়াম	বন্য সরকার নিজে

তাঁর মতে এক একটি দলে ৭ বা ৯ জনের বেশি কখনো থাকতো না। এই সঙ্গে তিনি আরও জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে আলকাপে পঞ্চরসের তেলকুপি গ্রামে বাস করতেন। উমেশবাবুর দাবীটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখার দাবী রাখে আমাদের সকলের কাছে।

অবশ্য ইদানিংকালে আরও উন্নত নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছে আলকাপের দলগুলি। যেমন — ঢোল-বায়া-তবলা, ট্যাক, বা ফ্লুট, ক্লারিওনেট, বাঁশী, জুরি, ঝমঝমি, সিনথেসাইজার,

সাইডড্রাম, বিউগল, হারমোনিয়াম, ক্যাসিও — এসব না থাকলে আসর তেমন জমে ওঠে না বলে অভিনেতা-দর্শকের বিশ্বাস।

আলকাপ ঃ পরিবর্তনের নানান কারণ

সময় ও সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল হওয়ার ফলে মানুষের চাহিদারও নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে আলকাপ শিল্পীদের প্রয়োজনের দাগীদে আলকাপকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার আঙ্গিকেও পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্চেন। তাছাড়া শিল্পীদের রোজগার বেহাত হবার ভয়েও তারা ওকাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আলকাপের এই ধরনের পরিবর্তনের কয়েকটি কারন তুলে ধরার চেষ্টা আমরা এখানে করব।

১। উত্তর আধুনিকতার যুগে সময় ও সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল হবার ফলে সমান্তরাল সাজুয্য বজায় রাখতে আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য বাধ্য হয়ে পরিবর্তন সাধিত করতে হচ্ছে।

২। আলকাপের উৎপত্তি ও প্রসারের সংশ্লিষ্ট জায়গা ছিল মূলত কৃষিপ্রধান। নদীভাঙনসহ ফিডার ক্যানেল, কৃষিজমির পরিমান হ্রাস করার অন্যদিকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান কমেছে। অন্যদিকে বিড়ি শিল্প বিকাশ কর্মসংস্থান তৈরি করার ফলে হাতে সময়ের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে রাত জেগে আর আলকাপ শুনা হয়না।

৩। গত এক দশকে গণমাধ্যমের বিশাল বিস্তারের ফলে প্রত্যনত গ্রামেও এখন জাতীয় ও আন্তর্জতিক সিনেমা, নাটক, সিরিয়াল নাচ প্রভৃতি বিষয় আলকাপের চাহিদা কমিয়েছে ফলে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে আলকাপ দলেরও অতি আধুনিকতার ছোঁয়া লাগাতে হয়েছে।

৪। একাধিক টিভি চ্যানেলে জনপ্রিয় সিনেমার বাজার ধরতে পালগুলিতেও সিনেমার ঢঙে উপস্থাপন করতে হচ্ছে।

৫। কলকাতা কেন্দ্রিক যাত্রা দলগুলি প্রত্যন্ত গ্রামে আগে অনুষ্ঠান না করলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবার ফলে তারা প্রত্যন্ত গ্রামেও অনুষ্ঠান করছে। তাই আলকাপ দলকে টিকে থাকতে যাত্রা পালার আকারে মাটে নামতে হয়েছে।

৬। আগে লণ্ঠন বা হ্যাজাক জ্বালিয়ে আলকাপ হত। কিন্তু বর্তমানে আলোকসজ্জার ব্যবহার

প্রচুর। কারন গ্রামান্তরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। তাই যাত্রা দলের অনুকরন করতে হচ্ছে দর্শক টানার জন্য।

৭। আলকাপের আঙ্গিকগত পরিবর্তনে দলগুলি এখন আলকাপ পঞ্চরস বা আলকাপ যাত্রা দলে দলে পরিণত হয়েছে। ফলে যথেষ্ট ব্যবসায়িক সাফল্য ঘটায় অর্থশালী ব্যক্তিরা ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে দল গঠন করার চাহিদানুযায়ী সাজপোশাক, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কিছু শিল্পী আলকাপ নামকে পেশ হিসাবে ব্যবহার করছেন।

৮। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেই সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থার। ফলে কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবন পরিবর্তীত হচ্ছে বিড়ি শ্রমিকের জীবনে অথবা ভিনদেশে দাদন ঘটা শ্রমিকের জীবনে। ফলে বাড়ির মেয়েদের বাধ্য হয়ে বাড়ি ও গ্রামের বাইরে যেতে হচ্ছে। ফলে মেয়েদের দর্শক বা শ্রোতা হওয়ার অনেকটা স্বাধীনতা এসেছে। ফলে আলকাপ পরিবেশন পরিবর্তন এসেছে স্বাভাবিকভাবে।

৯। আগে আলকাপের পরিবেশনের মূল ভাষা ছিল স্থানীয় কথ্য ভাষা কিন্তু ব্যাপ্তি বাড়ার ফলে ভাষা হয়ে উঠছে স্টান্ডাড 'বাংলা ভাষা। ফলে অন্যস্থানে শিল্পীদের যেমন অংশগ্রহণে অসুবিধা হয় না, তেমনি সকল স্থানের দর্শকরাই সমানভাবে রসগ্রহণ করতে সক্ষম হন।

১০। ছড়া বা কাপের অংশটিকে জনপ্রিয় করার জন্য বর্ধমানে আর তেমন কোনো প্রতিভাধর শিল্পী নেই ফলে হিন্দী বাংলা ছায়াছবির চটুল গানকে কেন্দ্র করে নাচ-গানের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে ধরে রাখার চেষ্টা চলছে।

মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন আলকাপ দলগুলির অভিনেতার প্রায় ১৬৭ জনের সাক্ষাৎকর গ্রহণের পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের কাছে সে সম্পর্কে যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে কেউ বিড়ি শ্রমিক, কেউ কৃষক, কেউ বা দিন মজুর, হরেক জন হরেক রকম পেশায় যুক্ত। তাদের একটি রেখাচিত্র নিচে দেওয়া হলো — তাদের শিক্ষাগত মান

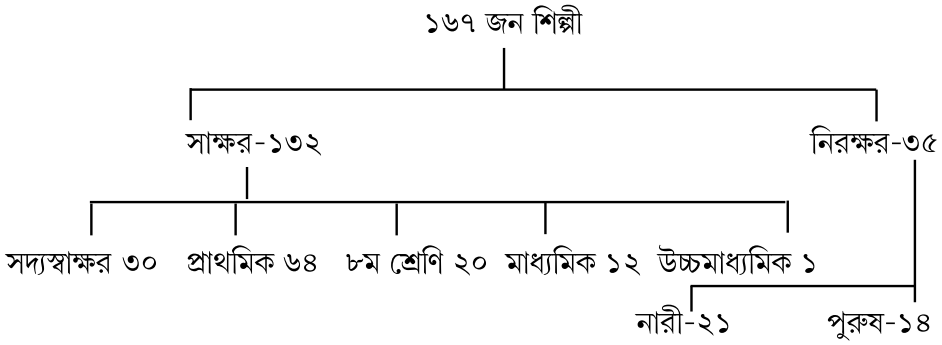

নিরক্ষরদের মধ্যে ২৩ জন মুসলমান ১২ জন হিন্দু নিম্নধর্মের। এছাড়া ১৩২ জনের মধ্যে ৬২ জন নারী ৭০ জন পুরুষ।

প্রত্যেকের বৃত্তি নিচে দেওয়া হলো —

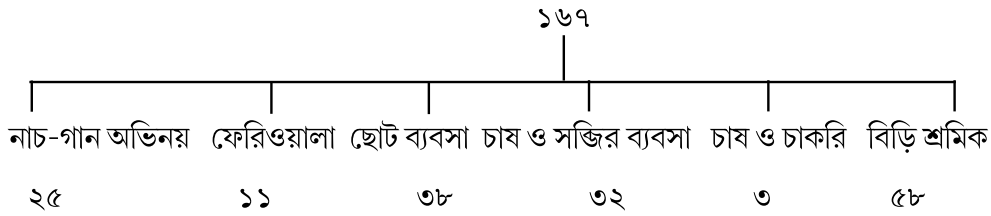

নাচগানে ১৫ থেকে ৩০ বছরের যুবতী মেয়েদেরই প্রাধান্য। সাধারণত ফেরীওয়ালাদের মধ্যে প্রত্যেকে পুরুষ। ছোট ব্যবসার মধ্যে দশকর্মা ভাণ্ডার, মুদিখানা, মাছ বিক্রি করেন। চাষ ও সব্জির ব্যাবসায়িরা সাধারণত অন্যর জমিতে চাষবাস ও সব্জির ব্যবসা করেন। ..... বলতে ৪র্থ শ্রেণির কর্মী। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার উভয় মিলে বিড়ি শ্রমিক। বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বামী পরিত্যক্তা হলেও দলের মধ্যেই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। দলের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে সাধারণত দলনেতাই ভোগ করেন।

মহিলারা সাধারণত প্রতি পিছু গড়ে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা পান এবং পুরুষেরা ২০০ থেকে ৩০০ টাকা নায়ক-নায়িকা এবং কেপে সর্বাধিক অর্থ পেয়ে থাকে।

কোনো কোনো দল প্রায় সারা বছরই আলকাপ পঞ্চরসের যাত্রা করে থাকে। বছরে তারা সর্বাধিক ২৫০টি আসর পারা কোনো কোনো দল আবার ২৫/৩০ টির বেশি নিমন্ত্রন পায়না।

সাধারণত এরা জেলার বাইরে যেতে চায় না। তবে যাত্রাদলে পরিণত হওয়ায় ব্যবসার খাতিরে ইদানিং জেলার বাইরেও যেতে হচ্ছে।

আলকাপ ঃ অতীত ও বর্তমানের দ্বিরালাপ

আলকাপের অতীত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যা নিয়েই আলোচনা করি না কেনো তার উৎপত্তি বা উদ্ভবের ইতিহাস জানা ও আমাদের কাছে খুব জরুরী। কেনো না কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার উৎপত্তির ইতিহাসই আমাদের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও তাই আলকাপের উদ্ভবের ইতিহাস অবশ্যই আমাদের জেনে নেওয়া দরকার।

আলকাপের উদ্ভব নিয়ে আলকাপ গবেষক ও অনুসন্ধিৎস ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। তেমনি তার গোত্র বিচার নিয়েও নানামুনির নানা মত আমরা লক্ষ্য করেছি। কেউ বলছেন গম্ভীরা থেকে আলকাপের জন্ম। আবার কেউ বলছেন ছেঁচ্ড়া এবং লেটো থেকে আলকাপের জন্ম। কেউ বা মনে করেন ঝুমুরের একটি পরিবর্তীত সংস্করণ এই আলকাপ। এবার দেখে নেওয়া কথ্য বিশিষ্ট্য ব্যক্তিরা আলকাপের উদ্ভব সম্পর্কে কি বলছেন —

অধ্যাপক বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ৩য় খণ্ডে বলেছেন — "আলকাপের বর্তমান আনুষ্ঠানিক রূপ বহুপ্রাচীন লোকায়ত ধারা থেকে ক্রমোদ্ভূত এবং উৎস সন্ধান করতে হলে আদি বাসিদের নানাবিধ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের স্তর পর্যন্ত যেতে হয়।"[৪৮]

মহঃ নরুল ইসলাম তার 'বিবর্তমান লোকনাট্যঃ আলকাপ' প্রবন্ধে "আলকাপের স্রষ্টা বা জনক রূপে .... বোলকানা -র নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৯] তিনি অবশ্য আর কোনো তথ্য দেননি।

পুলকেন্দু সিংহ মহাশয় 'আলকাপের উদ্ভব, বিকাশ ও রূপান্তর' নামক এক প্রবন্ধে জানান — "আলকাপ -এর উদ্ভব ও বিকাশকাল দেড়শো বছর ..... এবং এসব ধারা সৃষ্টির মূলে আছে ঝুমুর গানের প্রভাব।"[৫০]

ড. শচীন্দ্র নাথ বালা তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা' বলেছেন — "...অনুমান করা হয় এদেশে ইংরেজ আগমনের পরে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে বঙ্গের

মালদা, রাজশাহি মুর্শিদাবাদ জেলায় আলকাপ গানের প্রবল হয়।"[৫১]

ড. ফনীপাল তার 'আলকাপ' নামকগ্রন্থে বলেছেন — "গম্ভীরার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি বা ঢঙ নিয়ে আলকাপ গানের প্রবর্তন হয়েছে।"[৫২] -এ কথা বললেও আলকাপ গানের উদ্ভবের এক চমৎকার ইতিহাসের কথা ড. পাল আমাদের জানিয়েছেন এ গ্রন্থেই। যদিও সে গল্পের ভিত্তি কতটা যুক্তিপূর্ণ তা জানার পরেই বোঝা যাবে —

কথিত বাদশা আকবরের শার রাজসভার বিখ্যাত সুরশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ তান সেনকে অন্য পরিষদেরা হিংসা করতেন ফলে তাঁর বিনাশ সাধনই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য। যার জন্য পারিষদ বর্গ বাদশার কানে ক্রমাগত 'দীপক রাগের শ্রেষ্ঠত্ব ও দূরূহ কীর্তন করতে লাগল। কারণ পরিষদ বর্গ জানতেন দীপক'রাগের বিপরিতে 'মেঘমল্লার' না গাইলে তান সেনের বিনাশ নিশ্চিত। অন্যদিকে সম্রাট কৌতুহল বশে দীপকরাগ করার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে তিনি দীপকরাগ আরম্ভ করলেও বিপরীতে তারা সেনের মেয়ে 'মেঘমল্লার' শুরু করলেও পিতার মরণাশংকর সুরবিকৃতি ঘটায় দেহদাহে তানসেনের মৃত্যু হয়। কারণ দীপকরাগের বিপরীতে যথার্থ মেঘমল্লার না ধরলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তানসেনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ফলে সম্রাট এই ঘটনায় প্রচন্ড আঘাত পান এবং তাঁর সাম্রাজ্যে সমস্ত রকম সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করেন। তখন সুবে বাংলাও ছিল মুঘল রাজ্যের অন্তর্গত। তাই বাংলাদেশেও সঙ্গীত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। বাঙালী তখন ছদ্মবেশে কাপের মাধ্যমে যে অভিনয় ও সঙ্গীত পরিবেশন করত তাই-ই একসময় আলকাপ নামে পরিচিত হয়েছে।[৫৩]

এই লোককাহিনী কতটা সত্যি তা বলা না গেলেও এটুকু অন্তত বলা যায়, আলকাপ গান পরিবেশনের পূর্বে সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনিতে বলা হয়ে থাকে আনেক সময় —

"জয় জয় মা সরস্বতী কী জয়।

জয় জয় মহেশ্বর কী জয়।

জয় জয় ওস্তা তানসেন কী জয়।

জয় জয় .. ওস্তাদ কী জয়।"[৫৪]

বলাবাহুল্য ফাকা স্থানটি যার যার নিজের গুরুর নাম দিয়ে ভরাট করেন। ফলে একথা বলতেই হয় যে অন্তত সম্রাট আকবরের আমলের পরেই আলকাপের সৃষ্টি একথা নিশ্চিত।

এছাড়া ড. পাল আলকাপে একাধিক লোক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে নৈকট্য ল্য করেছেন এবং বলেছেন যে আলকাপের ফার্স অংশ বোলবাইগান থেকেও ভোলাবন্ধনা - গম্ভীরা থেকে; ছড়ার অংশ পাঁচালী থেকে; কাহিনী মূলক পালাগান — নৃত্যশালী সঙ্গীত ধারা থেকে, শিব বিষয়ক গান - গম্ভীরার অনুকরণে — এজন্য তিনি আলকাপকে "বিভিন্ন সংগীত ধারার সংমিশ্রণে সৃষ্ট সঙ্গীত ধারা"[৫৫] বলে মত দিয়েছেন।

এছাড়া তিনি ঝুমুর, লেটো ও ছাঁচ্ড়া গানের সঙ্গেও কিছু কিছু মিল খুঁজে পেয়েছেন। এবং বনমালীকেই আদি ধরে তিনি বলেছেন আলকাপের জল উনবিংশ শতাব্দীর জানামাঝি। তিনি অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন ১৯৭৮ সালে যে, তখন অন্তত আলকাপের বয়স ১৩০ বছরের বেশিকর। তাহলে আমাদের ধরে নিতে হয় ২০১৪ তে দাড়িয়ে আলকাপের বয়স (১৩০ + ৩৬) = ১৬৬ বছর। অর্থাৎ ১৮৪৮ -এর পরেই আলকাপের জন্ম।[৫৬]

তার আর একটি যুক্তি ..... তৈরির পরে অর্থাৎ ১৮৪০ ... তার ও দু দশক পরে অর্থাৎ ১৮৬০ ও আলকাপের জন্ম। লোকমুখে প্রচলিত একটি দুপংক্তির ছড়া আমরা শুনতে পাই - আলকাপের জন্মকাহিনী যদিও তা থেকে তার নির্দিষ্ট সাল তারিখ কিছুই পাবার উপায় নেই —

"চৈতমাসো চৈত পরবেতে।
আলকাপ সৃষ্টি গম্ভীরাতে।"[৫৭]

অতসী নাথ গোস্বামীর বক্তব্য মুটামুটি ড. পালের বক্তব্যকে সমর্থন করে — "ব্রিটিশ বিরোধ আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবেই আলকাপের উৎপত্তি।"[৫৮]

মালদার লোকসংস্কৃতি গবেষক অর্যচৌধুরী আলকাপ নিয়ে ক্ষেত্রগবেষণায় বোনাকানার ৯১ বছর বয়স্কা মেয়ের সাক্ষাৎ কারে জানতে পারেন — "আমার বাবা আলকাপের প্রথম সৃষ্টি কর্তা বলেই জানি।"[৫৯] বলে মত প্রকাশ করেন। ফলে আলকাপের জন্ম সম্পর্কে আর কোনো দ্বিধান্বিত হবার কথা নয়। এছাড়া প্রত্যেক আলকাপ গবেষক ও গায়ক ও মুটামুটি ..... আলকাপের স্রষ্টা বলে মেনে নিয়েছেন।

বোনাকানাকে আলকাপের আদি স্রষ্টা হিসাবে আমাদের মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই তবু আর একটু সংশয় দূর করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পাওয়ার জন্য আমাদের স্বল্প

আলোচনার অবতীর্ণ হতে হবে —

ড. পাল তার হিসাবে দেখান - ১৯৭৮ সালের লেখা অনুসারে —

বোনাকানার জীবনের ৮০-২০ = ৬০ বছর

+ শ্রোতার জীবনের ৮৫-২৫ = ৭০ বছর

অর্থাৎ আলকাপের উৎপত্তি দাড়াচ্ছে (৬০ + ৭০) = ১৩০ বছর

২০১৫ পর্যন্ত + ৩৭

১৬৭ বছর আলকাপের জন্ম

এবার যদি আমরা ২৫ বছরে বোনাকানা আলকাপ দল গঠন করেন ধরে নিই তবে বোনাকানার জন্ম দাড়ায় ২০১৪ - (১৬৭ + ২৫) = ১৮২৪ সাল।

এই হিসাবে ১৮২৪ + ২৫ = ১৮৫৯ খ্রীঃ বলে ধরতে হয় আলকাপ শুরু।

এদিকে বোনাকানার জীবনীতে ড. পাল ওই গ্রন্থেরই ৫৪পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন তাঁর জন্ম ১২৭২ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১২৭২ + ৫৯৩ = ১৮৬৫ খ্রীঃ।

এবার ১৮৬৫ + গান শুরুর ২৫ বছর বয়স কাল = ১৮৯০ খ্রীঃ আলকাপ গান শুরু হয় বলে ধরে নিতে হয়।

আবার ঐ গ্রন্থের ৫৮ পৃ. তিনি বলছেন "১৩১৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে প্রায় সত্তর বছর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।" তাহলে তার মৃত্যু সাল দাড়ায় ১৩১৪ + ৫১৩ = ১৯০৭ খ্রীঃ

অতএব মৃত্যু = ১৯০৭ - ৭০ = ১৮৩৭ খ্রীঃ

১৮৩৭ + ২৫ = ১৮৬২ খ্রীঃ আলকাপের জন্ম। পৃ - ৫৮

ফলে দেখা যাচ্ছে ড. পাল ৩৮, ৫৪ এবং ৫৮ পৃষ্ঠায় যে তথ্যের অবতারণা করেছেন তার প্রত্যেকটাই অসঙ্গীতিপূর্ণ এবং তিনের মধ্যে আলকাপের উৎসের বিস্তর ফারাক। কারণ ৩৮,৫৪ এবং ৫৮ পৃষ্ঠার হিসাবে আলকাপের জন্ম দাড়ায় ১৮৫৮, ১৮৯০ এবং ১৮৬২ খ্রীঃ। যা খুবই বিভ্রান্তি মূলক।

তবে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত ড. পালের ৫৪ পাতার অভিমতটি সঠিক। আর আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আলকাপরা গানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল ১৮৭৮ বিপরিতে দাঁড়িয়ে। অন্তত আলকাপের নামকরণের তাৎপর্য সেদিককেই নির্দেশ করে।

আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় একটি তথ্যে জানতে পারি — ১০৭ বছরের বৃদ্ধ শ্রী উমেশ

মণ্ডল (যার জন্ম ১৯০৭ সালে) এর কাছে জানতে পারি তিনি তার ৮/১১ বছর বয়সে বোনাকানার আলকাপ তেলকুপি বাজারে দুই একবার দেখেছেন। যদি তাঁর কথা সত্যি ধরে নেই তাহলে তখন বোনাকানার বয়স ১৯১৬-১৮৬৫ = ৫১ বছর। হয়তো এর পরেও তিনি আরও ৫/৭ বছর গান করেন, কিন্তু শিবগঞ্জের তেলকুপিতে আর গান করতে যান নি। কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের পর তিনি মালদায় কালিয়াচক অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। তাছাড়া বার্ধক্যের পরে আর আলকাপ গান করা সম্ভব নয়। সেই হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি তিনি আলকাপগান বন্ধ করেন বিংশ শতাব্দীর দুয়ের দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। ততদিনে তার একাধিক শিষ্য আলকাপের লাগম ধরার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। তারা হলেন — অধর মণ্ডল, বসন্ত সরকার, মোহিনী সরকার, ইয়াসিন মিঞা, হবিবর রহমান দিগেন রবিদাস। ফুলুরবি দাস" ঝাকসু, প্রভৃতি বিখ্যাত আলকাপ গায়ক।

আলকাপের অঞ্চল

প্রাথমিক পর্যায়ে আলকাপ অবিভক্ত মালদা জেলায় বোনাকানার হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাজন এবং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনে এর পরিধিকে আংশিক বাড়তে সাহায্য করেছিল। তবে মূলত আলকাপের জনপ্রিয়তা খুব শিঘ্রই মালদার চৌহদ্দি থেকে পার্শবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় সঞ্চারিত হয়। শোনা যায় শিবগঞ্জের মুসলমান জমিদার জহর চৌধুরী কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে বোনোকানার খ্যাতি শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে স্বসম্মানে ভূষিত করে অর্তসাহায্য করেন। সেই থেকে বোনাকানার সাথে তার মধুর সখ্যতা গড়ে ওঠে।[৬০]

বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের যাত্রা দলের অহকরণে আলকাপের জনপ্রিয়তা ও পারিধি বিশাল আকার ধারণ যার ওস্তাদ বালসুর হাত ধরে। তাঁর দক্ষ রচনা শৈলী ও পরিবেশন প্রণালী আলকাপকে এক অন্যান্য উচ্চতায় নিয়ে যায় ফলে আলকাপের অঞ্চলসীমার পরিধি আরও বাড়তে থাকে। তখন থেকেই মালদা মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর জেলাতে তার প্রতিপত্তি থাকলে পাশ্ববর্তী অঞ্চল ও জেলা বাকুড়া বীরভূম পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ড ও বিহারের বডার সংলগ্ন এলাকা গুলিতে এখনও এর বিশাল প্রতিপত্তি। এছাড়া বর্তমানে কয়েকটি আলকাপ পঞ্চবসের দল তো আসাম,

বিহার, ঝাড়খন্ডসহ দূরদুরান্তে প্রগ্রামও করে বেড়াচ্ছে যথেষ্ট খ্যাতির সঙ্গে। তবে আমাদের আলোচনার ফোট বিন্দু মূলত ‘গৌড়বঙ্গ’ অর্থাৎ মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তাই আমাদের আলোচনা ঐ ৩টি জেলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তীত হয়েছে।

আলকাপ

তথ্যসূত্র ঃ

১) ড. পাল ফণী, আলকাপ, পৃ- ০৯ লোকসংস্কৃতি পরিষদ, মালদা,

২) ড. শক্তিনাথ ঝা, আলকাপ, পৃ- ৬ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোল

৩) মিশ্র অশোক কুমার, বাংলা প্রহসনের ইতিহাস- পৃ- ৮, দেজ, কোল

৪) ঐ

৫) ঐ

৬) ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি অখণ্ড, পৃ- ৬৯ প্রকাশ ভবন, কোল

৭) চক্রবর্তী রমন, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ- ৩৭, পুস্তকবিপনি, কোল

৮) ঐ, পৃ- ৩৭

৯) ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপগানি, পৃ- ৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১০) দাস কল্যাণকুমার, মধ্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃ- ১১, শিল্পনগরী, মুর্শিদাবাদ

১১) ভারতচন্দ্র রায় গুনকর, অন্নদামঙ্গলে, প্রথম খণ্ড,

১২) দাস বৃন্দাবন, চৈতন্য ভাগবত, দেজ, কোল

১৩) গোস্বামী অতসীনন্দ, আলকাপ, পৃ-২২, এবং মুশায়েরা, কোল

১৪) ড. রহমান লুৎফর, মালদা, সাক্ষাৎকার- ২৫/৫/১৫

১৫) ড. ঘোষ তুষারকান্তি, মালদা, সাক্ষাৎকার- ১৮/৮/১৪

১৬) ড. পাল ফণী, আলকাপ, লোকসংস্কৃতি পরিষদ, ভূমিকাংশ

১৭) ড. ঘোষ বিনয়, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৮, কোল,-

১৮) দাস কল্যাণকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০, শিল্পনগরী, মুর্শিদাবাদ

১৯) আহম্মেদ ওয়াকিল, বাংলালোকসঙ্গীতের ধারা - ২খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, পৃ- ১৭৭

২০) ঘোষ দিলীপ, বাংলার লোকনাট্য— আলকাপ, পৃ- ০২, পুঁথিপত্র, কোল

২১) ঝা শক্তিনাথ, ঝাকসু, পৃ-১ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোল

২২) গোস্বামী অতসীনন্দ, আলকাপ, ভূমিকাংশ, এবং মুশায়েরা, কোল

২৩) বর্ধন মনি, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র, পৃ- ৫৮, লোকসংস্কৃতিও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

২৪) ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ, পৃ- ০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২৫) চক্রবর্তী বরুণ, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, পৃ- ৩৭, অর্পণাবুক, কোল-২০১২

২৬) — ঐ পৃ- ৩৮

২৭) ঝা শক্তিনাথ, আলকাপ, ভূমিকাংশ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

২৮) ঐ পৃ- ২০ ...ঐ

২৯) ড. পাল ফণী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪

৩০) ভট্টাচার্য মিহির, লোকসংস্কৃতি, পৃ- ২৭৮, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

৩১) ঐ, পৃ- ২৭৪

৩২) ড. পাল ফণী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪-১৭

৩৩) প্রামাণিক ঘিনু, সাক্ষাৎকার, মালদা, চাঁদপুর, ২৬/৯/১৩

৩৪) ঐ

৩৫) ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি, পৃ- ২৭৪, পূর্বক্ত

৩৬) মন্ডল উমেশ, সাক্ষাৎকার, ঋষিপুর, মালদা২৭/৯/১৩

৩৭) ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ, পৃ-৭৩, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

৩৮) ঐ- পৃ- ৭৩-৭৪

৩৯) ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি- পৃ- ২৭৫, প্রাগুক্ত

৪০) ড. পাল ফণী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮

৪১) দে দিলীপ, সাক্ষাৎকার, অমৃতি, মালদা- ৩০/৯/১৪

৪২) ইলিয়াস মহবুব, প্রাগুক্ত- পৃ- ৩২-৩৩

আলকাপ

৪৩) শেখ শাজাহান, সাক্ষাৎকার, মালদা, ৩১/০১/১৫

৪৪) ইসলাম নুরুল, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭৫

৪৫) ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ, ভূমিকাংশ, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

৪৬) সিং পুলকেন্দু, মধ্যবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ- ১১৬, প্রাগুক্ত

৪৭) মন্ডল উমেশ, প্রাগুক্ত

৪৮) ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩খন্ড, পৃ- ৬৯, প্রাগুক্ত

৪৯) ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি, পৃ- ২৭২, প্রাগুক্ত

৫০) দাস কল্যাণকুমীর, মধ্যবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ- ১১, প্রাগুক্ত

৫১) ড. বালা শচীন, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা, - পৃ- ২৭৮, অঞ্জলি, কোল

৫২) ড. পাল ফণী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১

৫৩) ঐ, পৃ- ৪১-৪৩

৫৪) ঐ, পৃ- ৩১

৫৫) ঐ, পৃ- ৫৩

৫৬) ঐ, পৃ- ৩৮

৫৭) বসাক অরুণ, সাক্ষাৎকার, মালদা- ২৮/৩/১৫

৫৮) চৌধুরী আর্য, উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষের গান, পৃ- ৩৬৫,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোল